উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বাংলাদেশ একটি জনবহুল এবং উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতা উত্তর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে অত্র কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এখন ১.৩৭% দাঁড়িয়েছে। সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৮৪ হাজারেরও বেশী এবং গ্রহণকারীর হার ৭৫.৪৭%। বর্তমানে টিএফআর ২.০৫ (বিবিএস-২০১৮) এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৩%। এছাড়া অপূর্ণ চাহিদার হার ১২% এবং ড্রপ আউট হার ৩০% এ হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ উপজেলা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, গ্রহণ করা হয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা প্রসূতি সেবার ব্যবস্থা, কৈশোর বান্ধব কর্ণার সহ ০ জিরো হোম ডেলিভারী কর্মসূচি। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য চালু করা হয়েছে e-MIS বা ই-রেজিস্টার পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মানব সম্পাদকে আরো সুশৃংখলিত করার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে HRIS বা হিউম্যন রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম। বলা যায় দেশের অন্য বিভাগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার অত্র উপজেলায় ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চলছে। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারের ভিশন ২০২১, এস ডি জি ২০৩০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রূপকল্প ২০৪১ এর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩% কিশোর কিশোরী। এই অল্পবয়সী বিশাল জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। এ সকল কিশোরী দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা দূরূহ হয়ে পড়েছে। এছাড়া সিপিআর ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং টিএফআর, অপূর্ণ চাহিদা, পদ্ধতিভিত্তিক ড্রপ আউট হ্রাস করা ও দুর্গম এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

সময়োপযোগি ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া অব্যাহত রাখা ও জোরদারকরণ। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় প্রতি মাসে ৫২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় ০১ টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ও ০৯ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা ডেলিভারী সহ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল সেবা কেন্দ্রকে পর্যায়ক্রমে কৈশোর বান্ধব করা। নববিবাহিত ও এক সন্তানের দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মবিরতিকরণ বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা। পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রামাণ্য চিত্র, টিভি নাটক, টিভি স্পট, টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, পথ নাটক এভি ভ্যানের মাধ্যমে প্রচার করা। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি কার্যকরী মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় ২০২১ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা ৭০% উন্নীতকরণ এবং ২০২২ সালের মধ্যে ৮০%-এ উন্নীতকরণ করা ও একই সাথে পিপিএফপি সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ (লক্ষ্যমাত্রা) :

- টিএফআর ২.০-তে নামিয়ে আনা।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৮২% এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহকারীর হার (CPR) ৬৫%-এ উন্নীত করা।
- অপূর্ণ চাহিদার হার ১২% হতে ৭%-এ কমিয়ে আনা।
- ড্রপ আউট রেট ৩০% হতে ২৩% এ কমিয়ে আনা।
- দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহীতার হার ক্রমোন্নয়ে ২০%-এ উন্নীত করার চেষ্টা করা।
- মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা।
- নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাস করা।
- শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা।
- খর্বাকার শিশুর জন্মের হার রোধ করা।

[[*তথ্য সূত্র :(বিডিএইচএস- ২০১৪, আরপিআইপি : ভলিউম-১, ডিসেম্বর, ২০১৪)]]